বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর
রাকেশ জানা

বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর ॥ রাকেশ জানা

একুশ শতক
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BANGLA CHHOTO GALPO
BICHITRA BHABNA
by Sandip Bar & Rakesh Jana

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৪

© সন্দীপ বর

প্রকাশক
সুমিত্রা কুণ্ডু
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
মনীষ দেব

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

আত্মবলিদানে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
দীপঙ্কর ধাড়া ২৩
রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণাল প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতীক
ড. সন্দীপ বর ৩১
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমারাণী' : সামগ্রিক ভাবনা
স্বপন হাজরা ৩৫
ভালোবাসার কাছে যুক্তি প্রযোজ্য নয়: প্রসঙ্গ কচি-সংসদ
ড. তুষার নস্কর ৪১
তারিণী মাঝির আদিম জীবনতৃষ্ণা
ড. বৃন্দাবন মণ্ডল ৪৬
আখ্যান এবং আঙ্গিকের বিস্ময় নিয়ে বনফুলের 'বুধ্নী'
ড. মনুয়া পাঁজা ৫১
সোমেন চন্দের দাঙ্গা: রক্তাক্ত সময়ের আখ্যান
মানিকলাল সাহা ৫৮
প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কারের কাব্যময়তা
ও রোমান্টিকতার ছোঁয়া
সত্যব্রত পাত্র ৬৬
আদাব : সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সম্প্রীতির দলিল
অভি কোলে ৭১
সাদা ঘোড়া : একটি দাঙ্গাবিরোধী গল্প
ড. কিঙ্কর মণ্ডল ৭৮
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবকুলপুরের যাত্রী : শোষক-শোষিতের
দ্বান্দ্বিক উপাখ্যান—বিরোধভাবের রূপায়ণ
অনুপকুমার দাশ ৮৪
বিমল করের জননী : এক শাশ্বত সত্যে উড়ান
অয়ন ভারতী ৮৯

অশ্বমেধের ঘোড়া গল্পে মনোস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন
ড. জুবিলি দাস ৯৮
শজারুর কাঁটা : সম্পর্কের জটিল জালের রহস্যভেদ
বুবাই পিরি ১০৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী' :
একটি সময়ের দলিল
ড. সঞ্জীব মান্না ১১৬
নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ 'দ্রৌপদী'
ড. রাকেশ জানা ১২৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'প্লাবনকাল' : বিশ্লেষণী পাঠ
ড. শশী অগ্রওয়াল ১৩৮
অভিজিৎ সেনের 'চোখে ঘুম নেই' : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
সুতনু দাস ১৪৩

আদাব : সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সম্প্রীতির দলিল

অভি কোলে

সমরেশ বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম কথা-সাহিত্যিক। চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সমরেশ বসুর আবির্ভাব 'আদাব' গল্পের মাধ্যমে। 'আদাব' গল্পের প্রকাশ ঘটে মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার ১৯৪৬-এর শারদীয় সংখ্যায়। পরে যখন গ্রন্থভুক্ত হয় ১৯৫৩ সালে লেখকের প্রথম প্রকাশিত 'মরশুমের একদিন' নামের গল্প সংকলনে মোট বারোটি গল্পের ক্রমে শেষতম গল্প হিসেবে। গল্পের প্রথম পত্রস্থ হওয়ার সালটি লক্ষ করলে গল্পের বিষয় সম্পর্কে ভারতের এক ঐতিহাসিক তথ্যবহুল সময়ের বিশেষ কয়েকটি দিক মনে পড়বেই।

প্রায় পৌনে দুশো বছর উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ বাহিনী ভারত শাসন করেছিল, আর তার বহু আগে এদেশে মুসলমান শাসনতন্ত্রের ফলে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত জীবনযাপন প্রণালী। ভারতে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হলে এবং ক্রমে ক্রমে তা পুষ্ট হলে সুচতুর ইংরেজ লক্ষ করল এই হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনকে দুর্বল না করলে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ টলমল করবে। জন্ম নিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের মধ্যেও এই দ্বিজাতিতত্ত্বের উস্কানিমূলক ভেদনীতি প্রবল ছিল। কিন্তু আত্মপ্রকাশ করে তখনকার মতো তা চাপা পড়ে যায়। এরপর রাজনীতির সমুদ্রে অনেক উথাল-পাথাল ঘটে যায় এবং ক্রমে ইংরেজদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এই দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতের রাজনীতিকে তোলপাড় করে তোলে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, প্রথমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পরে দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রণা বেদনা বহন করতে হয় দেশবাসীকে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর সাহিত্যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বারবার জোরালো ছাপ ফেলেছিল। 'আদাব' গল্পে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দাঙ্গা বিরোধিতার কথাই বলেছেন। দুই অতিসাধারণ মানুষের আলাপনে দাঙ্গার প্রতি সাধারণ মেহনতি মানুষের বিরূপ মনোভাবের কথা যেন এ গল্পে এক দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। গল্পটি চরম মানবিক। কারণ যারা দাঙ্গা বাধায়, এ গল্পে পরোক্ষে যেন লেখক তাদের প্রতি ঘৃণাই জানিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষবাষ্প কীভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহের প্রাচীর তুলে দিয়েছিল তার প্রমাণ পাই 'আদাব' গল্পে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রেক্ষিতে রচিত এই গল্প অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। জাতি-ধর্ম নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব পরিবারে-সংসারে-পারস্পরিক মানব সম্পর্কে কি বিষময় কুফল কি ভয়ংকর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে আসে লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন। গল্পের প্রথমে সংক্ষিপ্ত রুদ্ধশ্বাস টান টান ভাষাচিত্রের বর্ণময় বৈশিষ্ট্যে গল্পকার এক ভূমিকালিপি নির্মাণ করেছেন যা গল্পের বাস্তব কাহিনীসূত্র নির্মাণের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু দুই কুশীলব নিঃশব্দে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে অতি সতর্ক সংলাপ বিনিময়ে গল্পের আখ্যানে অন্য মাত্রা দেয়। তাদের সংলাপে উঠে আসে সন্দেহ নিয়ে পারস্পরিক জাতি পরিচয় হিন্দু, না মুসলমান জানার আর্তিতে, বাড়ির ঠিকানা বিষয়ক সন্ধিৎসায়, ক্রমশ কাছাকাছি হয়ে একজনের দেওয়া বিড়ি ধরানোর সময় দেশালাই কাঠি জ্বলে ওঠার আনন্দে অবিশ্বাস ও হঠাৎ উত্তেজনার 'সোহান আল্লা' উচ্চারণে স্পষ্ট হয় একজন নৌকার মাঝি মুসলমান, অন্যজন সুতাকলের মজুর হিন্দু। এই যে কাহিনী-আভাস তা তৈরি হয় গল্পকারের ইচ্ছায় ও প্রয়াসে নয়, একমাত্র সংলাপ রচনার সূত্র ধরেই। ক্রমশ তারা দুজন প্রত্যেকেই 'এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।' 'আদাব' যে মানুষের ভয়, উত্তেজনা, অবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক সন্দেহ-সংশয় এসব থেকে বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরতা। মানবতাবোধে ফিরে আসার গল্প, তার আখ্যান একমাত্র সংলাপের সু-শিল্পসন্ধার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে। এভাবেই 'আদাব' গল্পের ভিতরের আখ্যানের গতি ও সিদ্ধি।

'আদাব' গল্পে আগাগোড়া আছে নাটকীয়তা। ভূমিকা রচনা, সুতামজুর ও মাঝি দু'জনের সংলাপেই সেই নাটকীয়তা এতটুকুও মেলোড্রামাটিক হয়নি। রাতের রহস্যময় থমথমে পরিবেশ, বাঁচা না বাঁচার অসহায় চরম দ্বিধায় ও ভয়ের মধ্যে সুতাকলের শ্রমিক ও মাঝির প্রতিক্রিয়া এইরকম—

'হলট...

'ধক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।...

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে।'

এসব চিত্রের অসাড় শ্বাসরুদ্ধ রোমাঞ্চ ও শিহরণ নাট্যরসের গভীর স্বাদ দেয়। গল্পের মহামুহূর্ত রচিত হয়েছে চরিত্র ধরেই। এমন ভয়াবহ পরিবেশে

সুতা-মজুরের মনে, চিন্তায় মানব্য বোধের এক কৌতুক রসাশ্রয়ী অনুভূতি খেলা করে। সেখানেই ভয়ার্ত পরিবেশে ক্লাইম্যাক্সের চকিত মরুদ্যান বিদ্যুৎ আলোকের মতো ঝিলিক দিয়ে জ্বলে ওঠে—তা সেই মাঝির সঙ্গে তার বিবিধ মধুর মিলনের ভাবনায়—

'‘মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?’ সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হলট...

ধক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক।...’

বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের এক বছর পরে ১৬ই আগস্টে তৎকালীন মুসলিম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’-এর নামে হিন্দু-মুসলমান অন্ধ, অবনত মুখ অপমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে কলকাতা-সহ সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। তারই শিকার হতে চলে ‘আদাব’ গল্পের দুই অতি সাধারণ মানুষ দুই জগতের মুসলমান-নায়েব মাঝি ও হিন্দু সুতা-মজুর। ‘আদাব’ গল্পে সমরেশ বসু মানুষের কথাই বলেছেন চারপাশের সর্ববিধ্বংসী বিকৃত, অন্ধ, নিষ্ঠুর, জীবনবিরোধী পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ‘আদাব’ গল্পের মূল প্রেক্ষিতের এবং মানুষজন ও রস নিষ্পত্তির একমাত্র কথা মানবতা। গল্পকার সেই মানবতার শিল্প আর্তির চিত্র এঁকেছেন গল্পে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তার সূত্র ধরে মানুষের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, ভয়, সন্দেহ—এই বৃত্তিগুলি চরিত্রের মধ্যে অন্তঃশীল রেখে তার থেকে উত্তরণে চরিত্রদের স্থিত করেছেন গল্পকার। সমকাল থাকলেও সমসাময়িক রাজনীতিকে সুকৌশলে শিল্পের সংযমে পাশে সরিয়ে রেখেছেন।

গল্পের মধ্যে একটি চিত্র এইরকম—

সুতা-মজুরকে নায়েব মাঝির কথা—

‘আইচ্ছা আমারে কইতে পার নিএই মাই’র-দইর কাটাকাটি কিসের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ ত’ তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী?’

এসব সংলাপ বিনিময়ে রাজনীতি বিষয়ের মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ থাকলেও গল্পকার পরবর্তী আলোচনায় অসম্ভব শিল্প-সংযমে তাকে এড়িয়ে গেছেন।

গল্পের মূলকেন্দ্র মানবতাই তা গল্পে বিশুদ্ধ হৃদয়ের চাহিদায়, ভালোবাসায়, মুক্তমতির অনুগ থেকে সমগ্র গল্পে মায়া বিছায়। কেন্দ্রীয় বক্তব্য সেই বড় ভাবনার মায়া জড়ানো। চিরন্তন আর্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে। পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাকেও সুতা-মজুরের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে মন্তব্যে, রায়টে ভগ্নিপতির নির্মম মৃত্যুচিত্র ভাবনার আঁকার মধ্যে, মাঝির জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েব মশায়ের প্রসঙ্গ ধরে কথার কারুণ্যে, অসহায়তার প্রাসঙ্গিক হলেও প্রধান হয়নি আদৌ। কেন্দ্রীয় বক্তব্যে এসবের যুক্তির ভার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই স্থান পেয়েছে। জাতি ও ধর্মের উৎকট, মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যার উর্ধ্বে এক সমাধানহীন মানবতার কথা বলেছেন সমরেশ বসু। সেখানে সাধারণ মানুষই, গল্পে দুজনের সারল্য ও বন্ধুত্ব, আলাপের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভয় ও আকুতি, অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার যে মানবতা তা 'আদাব' গল্পের মূল্যবান সম্পদ।

'আদাব' গল্পে দুটি চরিত্রের সংলাপ-বিনিময়ই গল্পের আখ্যানের ছককে চুম্বক-স্বভাব দিয়েছে। এই অর্থে চরিত্র এ গল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেভাবে অপরিচিত দুজন চরম বিপদের মধ্যেও কাছে এসে এক হয়েছে তা তত্ত্বের সত্যে নয়, মাটি ঘেঁষা জীবন-সত্যে ভিন্নস্বাদী। তারা জাতে ও ধর্মে ভিন্ন এবং গল্পের প্রেক্ষিতে যেমন তাদের মধ্যে সন্দেহ জাগে, ভয়, আক্রোশ, অন্ধদৃষ্টি অনিশ্চয়তা যন্ত্রণাকে একমাত্র প্রশ্রয় দিতে পারে, তেমনি তাদের অন্তর্স্বভাব তা থেকে উত্তরণে তারা ছায়া-কায়ায় একাত্ম হতে পারে। দুটি চরিত্রের বিবর্তন সারা গল্পে একই মাটির ওপর পা রেখে এক জায়গায় এসেছে যার অবয়ব হল বিশ্ব মানবতার মতো সর্বরোগহর ওষধি উপকরণ সেই উদার, আকাশস্পর্শী, আলোকার্থী, অন্ধকারভেদী শিকড় স্বভাবের মুক্তি-আর্তি।

গল্পের মোট ভাগ চারটি ১) দুটি চরিত্রের পাঠকদের সামনে আসার আগে পটভূমি, ২) দুই চরিত্রের প্রথম আবির্ভাবে তাদের মধ্যে জাত, ধর্ম, বাসস্থান, পেশা-ভেদে ভীতি-আক্রোশের অবসান এবং দুজনের ছায়া-কায়ার মিলেমিশে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ রচনা, ৩) দুই ব্যক্তিত্বের অবস্থানে বিচ্ছেদ এবং প্রত্যক্ষ কুশল সম্পর্কের সখ্যতা ও প্রীতি জানিয়ে বিদায় একের অপরের থেকে, ৪) সুতা-মজুরের যুগপৎ রোমান্টিক ও realistic উপলব্ধিতে অসহায়তার কাছে একক আত্মসমর্পণ অন্তত শেষে মাঝির মৃত্যুকে সত্য ধরলে।

চরিত্র দুটির চিত্র স্বভাবে আছে সংক্ষিপ্তি এবং প্লটের কেন্দ্রাভিমুখী বেগ। একসময়ে মাঝি ঈদের কথা ভেবে সুতা-মজুরকে ছেড়ে, তাকে সাবধান করে নিজের দায়িত্বে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। অন্যদিকে সুতা-মজুর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত স্বভাবে আগের সমস্ত ভয়, ধর্ম বিশ্বাসকে 'বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহার' এমন

উপমাসুলভ নিরাসক্তিতে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চারিত্র্য ধরে শেষ কথাটি স্বগত ভাষণের মতো মনের গভীরে লালন করে—

'সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকপুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবানমাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।'

এর পাশাপাশি মাঝির মানসিক তৎপরতা সুতা-মজুর সম্পর্কে তুলাদণ্ডে সমান মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী—

ক) 'তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইব গা।'

খ) 'আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানো।...'

গ) 'উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরলে মাঝির কথা, ভাই ছাইড়া দেও।...এইখানে থাইকো, য্যান উইঠে না। যাইভুলুম না ভাই, এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। 'আদাব'।

'আমি ভুলুম না ভাই আদাব।'

লক্ষ করবার বিষয় দু'জনেই কথা বলেছে নিজ নিজ ধর্ম সূত্রে একজন 'ভগবান' উল্লেখে, অন্যজন 'আল্লা'। চলে যাবার ও বিদায় দেওয়ার সময়ে মাঝি ও সুতা-মজুর একই শব্দ ব্যবহার করেছে 'আদাব' অর্থাৎ নমস্কার, সেলাম। এই যে শেষ মিলন-বিচ্ছেদের অভাবনীয় দৃশ্য। তা চরিত্রের সঠিক conclusion। গল্পের বড় মানবিকতায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি চিত্রে চরিত্র দুটি নিছক নাটকীয়তা থেকে জীবন-মিলনের অসীম সংগীত শোনায়।

সমরেশ বসুর 'আদাব' হল বিশুদ্ধ মানবিকতাবোধে দীপ্ত মানব প্রাণের গল্প গাথার ছবি। সম্পূর্ণ মেদ বর্জিত তীক্ষ্ণ, তীব্র স্বভাবের গল্পটির কায়া এক ভিন্ন মাপের রচনা হয়েছে। গল্পটির আকার অবশ্যই অনেক গল্পের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। প্রসঙ্গতঃ অনুগল্পের অন্যতম পথিকৃৎ বনফুলের প্রসঙ্গ মনে চকিত হয়ে আসে। গল্পের অবয়ব বাহুল্যবর্জিত এবং একেবারে নির্মেদ, ভারহীন, নাটকীয় হওয়ায় অনুগল্পের দিকে শিল্প-শরীরের গঠন স্বাদের স্বাতন্ত্র্যে আকর্ষণ করে। সুতা-মজুরের রোমান্টিক ও বাস্তব দুই স্বভাবে দুটি চিন্তা।—যা গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় সহকারী

বিষয় হয় তা গল্পের চরিত্র ধরে বিষয়-ভাবনার সম্পূর্ণ মেজাজ আনে। ভাষার পূর্ববঙ্গীয় টান, শব্দচয়ন, ইসলামপুর ফাঁড়ি ও বাদামতলির ঘাট, বুড়িগঙ্গা, ইংরেজ সৈন্য ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গের তথ্যভিত্তিক বিষয়কে সামনে আনে। গল্পটি যে একসময়ের সত্য কথার কাল্পনিক প্রয়োগে বিশিষ্ট, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইত্যাদির উল্লেখে পাঠকদের ও লেখকের স্মৃতিধন্য বিষয়, তার সূত্রে কিছুটা 'নস্টালজিয়া' আনতেই পারে।

এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে অন্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলমানকে 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। 'আদাব' গল্পের নাম গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ব্যঞ্জনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। নামটি যেন সমগ্র গল্পের মেরুদন্ড। সমগ্র গল্পে মাত্র দু'বার 'আদাব' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 'আদাব' শব্দের দুটি অর্থ 'নমস্কার' ও 'সেলাম'। 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করে প্রধানত মুসলমানরা। 'নমস্কার' হল হিন্দুদের সৌজন্য ও শিষ্টাচারমূলক শব্দ। গল্পকার সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পে শব্দটি ব্যবহার করেছেন যেমন মুসলমান মাঝির সংলাপে, তেমনি হিন্দু সুতা-মজুরের কথাতেও। এমন এক পরিস্থিতিতে তা প্রযুক্ত হয়েছে, যেখানে দুজনেই এক বিস্ময়কর আপনত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ বড় জায়গায় পৌঁছেছে। মুসলমান মাঝির সুতা-মজুরের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় সৌজন্যমূলক চিত্রটি এইরকম :

'যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। আদাব।'

সঙ্গে সঙ্গে সুতা-মজুরের সৌজন্যের আন্তরিক প্রকাশ :

'আমিও ভুলুম না ভাই আদাব।'

এই শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রকাশে দুই ধর্মের ব্যক্তিত্বের যে অসামান্য হৃদয় স্বভাবের প্রকাশ তা গল্পের বিশেষ লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে।

অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদের বিষক্রিয়ায় বিধ্বস্ত জীবন-নাট্যমঞ্চে পথের অন্ধকারে সামান্য কিছু সময়ের আলাপে দুজনের একই একটি সংক্ষিপ্ত যুগ্মবাক্যে 'ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা' এবং 'আমিও ভুলুম না ভাই' ক্রমশ গল্পের পরিণতি গভীর মানবিক বোধ ও বোধির অনন্ত বিস্তার পায়। মাঝির কথা এইখানে 'সুতা-মজুরের থাইকো, য্যান উইঠো না', আর মাঝি চলে যাবার পর মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে আন্তরিক বাসনা 'ভগবান আজ য্যান বিপদে না পড়ে' এক পরিশীলিত বড় মানবিকতার ব্যঞ্জনা। গল্পের মূল লক্ষ্য হল তাই এবং তা যেন প্রতীক স্বভাবে

গাছের মতো গল্পের মৃত্তিকা ভেদদারী মেরুদণ্ড। গল্পের এই স্বভাবে 'আদাব' শব্দটিই একমাত্র ব্যঞ্জনার দ্যোতনা আনে যা সমগ্র গল্পের মুক্ত আকাশ, নির্মল শ্বাস নেওয়ার উপযোগী এক অবকাশ। গল্পের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ ক্রমশ শ্বাস-মুক্ত হতে হতে এই শব্দ-বিনিময়েই গল্পের বিষয় ও চরিত্রের রাখীবন্ধনে গল্পের শিল্প সিদ্ধি ও ঋদ্ধি।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নবম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

২. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, বাংলা ছোটগল্পের নাম দিক-দিগন্ত, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলাকা, ২০১৮